ওয়াশিংটন বাংলা
The Washington Bangla
First & only Bangla Newspaper from Washington DC
WB

Tuesday July 29, 2008 Vol: 01, Issue: 02

ভালোবাসার রঙ !

জসিম মল্লিক

১.
মানুষের নাম এবং ফোন নম্বর এই দুটো জিনিস আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। এজন্য আমাকে হর হামেশা বিব্রত হতে হয়। দেখা গেলো কোন একজন মানুষের সাথে খুব মাখামাখী হয়েছিল একসময়, তারপর কিছুদিনের বিচ্ছেদ। পরে যখন দেখা হয় তখন মনে হয় আরে একেতো চিনি! কোথায় যেনো দেখেছি! কোথায় দেখেছি! ধ্যাৎ, মনে পরছে না কেনো! এদিকে তাকে তো বুঝতে দিচ্ছি না যে তার নাম ভুলে গেছি। কিযে একটা অবস্থা! মাঝে মাঝে ভান করি যে হ্যা খুব চিনেছি, নামও মনে আছে। আসলে তো কিছুই মনে নেই। অনেক আপন আত্মীয়র ক্ষেত্রেও এমন হয়। যখন কিছুতেই কাজ হয় না তখন জিজ্ঞেস করি, ভাই আপনার পুরো নামটা যেনো কি! ভাবাখানা এমন যেনো ডাক নামটা মনে আছে এখন পুরো নামটা জানতে চাচ্ছি। চালাক লোকরা আবার ব্যাপারটা ধরে ফেলে। বলে নাম ভুলে গেছেন এইত! তখন লজ্জায় লাল হয়ে বলি হ্যা, জানেন, একদম নাম মনে রাখতে পারিনা। আমার একলক্ষ সীমাবদ্ধতার এটাও একটি।

এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানো সত্যি আনন্দের। একজীবনে অনেক কিছু দেখা যায় শেখা যায়। আমার মতো যারা অতি সাধারন তারা অনাবিল চোখ দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় তামাশা অবলোকন করতে পারে। আর যারা সুপারম্যান তারা সবসময় থাকে উর্ধ্বমুখী, তারা মাটির পৃথিবীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে না। এই ধরনের মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম না। প্রবাসে এসে অনেক সুপারম্যান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রবাসী হয়ে অনেক কিছু হারিয়েছি বটে আবার অনেক কিছু শিখেছিও । আর একবার যদি জন্মাই তাহলে নিশ্চয়ই সেটা কাজে লাগবে। যদি প্রবাসী না হতাম তাহলে তিনবার জন্ম নিয়েও এতকিছু শেখার সৌভাগ্য হতো না। আমার একজন প্রিয় লেখক আছে ডা, আবুল হাসনাৎ মিল্টন। অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। ফ্যাকাল্টি অব হেলথের সিনিয়র লেকচারার। আবার লেখেও ফাটাফাটি। টরন্টো এলে অবশ্যই আমি তার অটোগ্রাফ নিতে ভুল করবো না। মিল্টন আমার এক লেখা পড়ে বললো 'আপসেট হইয়েন না'। টরন্টোর একজন তরুন আমাকে প্রশ্ন করেছিল লিখে কী হয়! পয়সা দ্যায়? আপনাদের মনে হয় না এটা সময়ের অপচয়? এইসব প্রশ্ন শুনে একটু আপসেট হয়েছিলাম। সেটাই লিখেছিলাম ।

২.
বিখ্যাত লোকদের কাছ থেকে একটু পাত্তা পেতে কেমন ভালো লাগে না! অন্যদের কেমন লাগে জানি না কিন্তু আমি ভীষন পুলকিত হই। যদিও আমি স্বভাবগতভাবে একটু লাজুক প্রকৃতির। ঠেলা ধাক্কা দিয়ে বিখ্যাতদের কাছে পৌঁছাতে পারি না। এজন্যেই অনেক সেলিব্রেটিরা যখন আসে প্রবাসে আমার অদেখাই থেকে যায়। অনেকের দেখি কি চমৎকার ছবি ছাপা হয় পত্রিকায় সেলিব্রেটিদের সাথে! ভাবি আহারে এই রকম একটা ছবি যদি আমার ছাপা হতো! এই শহরেও অনেক সেলিব্রেটিরা বাস করেন। তাদের ছবি পত্রিকায় দেখি আর মুগ্ধ হই। ছবির কথা যখন উঠলোই তখন একটা ঘটনার কথা বলা যাক। সেদিন ড্যানফোর্থের রাস্তা দিয়ে আসছিলাম হঠাৎ একজন ভদ্রলোক আমাকে দেখে বললো আচ্ছা আপনি লেখেন, না! আমি ঘাবরে গেলাম! আমি সবসময় লেখালেখি নিয়ে খুব শংকিত থাকি। আমি কেনো লিখি এ নিয়ে আমি নিজেই খুব অপরাধবোধে ভুগি। পত্রিকা বাসায় এনে লুকিয়ে রাখি না হলে গাড়ির পিছনে রেখে দেই। আমার স্ত্রী যাতে দেখতে না পায়। সে হচ্ছে আমার লেখার সবচেয়ে কড়া সমালোচক। বলবে এসব কি লেখো!

তো ধরেই নিলাম নিশ্চয়ই সেদিনের মতো এই লোকও কিছু বলবে। আমি আশে পাশে তাকালাম। কেউ আছে কিনা দেখে নিলাম চট করে। আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পাই লেখকদের। পারতপক্ষে তাদের মুখোমুখী হতে চাইনা। আমি জানি একজন লেখককে যে পরিমান বিদ্যান হতে হয় সেই পারমান বিদ্যা আমার নাই। লেখা নিয়ে কথা উঠলে আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমার চেনা লেখকরা কত জ্ঞানি। আমার দিকে তারা ফিরেও তাকায় না। একবার হয়েছে কি টরন্টোতে একজন লেখকের সামনা সামনি পড়ে গেলাম। তো আমি তাকে দেখেই ক্যাবলার মতো হাসলাম। বললাম, কেমন আছেন! আপনার লেখা পড়ি। সে খুবই বিষন্ন দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে চলে গেলো। মনে হয় চিনতে পারেনি অথবা তার ব্যস্ততা ছিল। আমি খুবই আপসেট হলাম। ডা, মিল্টন আপনিই বলেন এর ওষুধ কি?

৩.
যাইহোক ছবি বিষয়ে বলছিলাম। তো আমি ভদ্রলোককে বল্লাম, কিভাবে বুঝলেন আমি লিখি! ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনার ছবি দেখে চিনেছি। আমি শরমে কাতর হয়ে বললাম, আপনার অনেক ব্রেইন, কেউতো ছবি দেখে আমাকে চেনে না! আপনি চিনলেন কিভাবে! তিনি বললেন আমরা তিনজন ইঞ্জিনিয়ার মিলে একটা ব্যবসা চালু করেছি নাম, 'থ্রি-টীম'। ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, আইটি সার্ভিস ইত্যাদি কাজ আমাদের। বললো একটু লিখবেন আমাদের কথা সুযোগ হলে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে লেখার সাথে ছবি কেনো দিতে হয়? টরন্টো এসে আমি যখন এখানকার প্রত্রিকায় কলাম লিখতে শুরু করলাম তখন প্রত্রিকাওয়ালারা বললো ছবি লাগবে। এরপর যেখানেই লিখতে যাই দু'এক জায়গা ছাড়া অনেকেই বলে ছবি দ্যান। আমি তো ছবি দিতে চাই না। কিন্তু তাও দিতে হয়। মহিলা পাঠকরা আমার ছবি দেখুক সেটা আমি চাই না। সম্পাদকদের সেইসব লেখকদেরই ছবি দেয়া উচিত যারা হেভিওয়েট লেখক তাদের। কিছু পাঠক মাঝে মাঝে আমাকে ই- মেইল করে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে। তো আমার জন্য সেটা একটু বিব্রতকর বৈ কি! আমি হচ্ছি কল্পনা বিলাসী মনুষ। স্বপ দেখতে ভালবাসি। স্বপ্ন দেখতে পয়সা লাগে না; আবার কেউ জানেও না।

সে রকমই একজন রোম থেকে আমাকে প্রায়ই ফোন বা ইমেইল করে। সে অতি সাধারন একজন মানুষ। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তার নাম ইমন। আমি তাকে কখনো দেখিনি। গতকাল সে আমাকে ফোন করে বললো, একবার আসেন আমার এখানে। আমি বল্লাম আসবো। আমিতো বেড়াতে পছন্দই করি। সে বললো আমি আপনার জন্য একটা ট্যুরের ব্যবস্থা করেছি। আপনি লন্ডন এলে সেখান থেকে প্যারিস, জেনেভা হয়ে রোম আসবেন। আপনি আমার কাছে এলে আমি অনেক খুশী হবো। আমি তাকে কথা দিলাম যে আমি তার কাছেই আসবো। এই কথাগুলো এজন্য বললাম, একজন সাধারন মানুষ একজন সাধারন মানুষের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। ভালবাসা ভালবাসার কাছেই ছুটে যায়।

জসিম মল্লিকঃ কানাডা প্রবাসী লেখক

প্রবাস থেকে

রহীম শাহ

আমরা যখন দূরের দেশে থাকি
তোমরা তখন ঘুরছো নিজের দেশে
আমার চোখে ঝিলিক দিল নাকি
একটি ছোট হলুদ পাখি এসে।

আমার চোখে বন নদী আর পাহাড়
এসে কেবল চমক দিয়ে যায়,
তাহার যেন অনেক অনেক বাহার
বুকের ভেতর কী যেন কচলায়।

তোমরা যারা আছো স্বদেশ বুকে
প্রজাপতির ডানায় উড়ে যাচ্ছো
দূরের দেশে থেকে পারি বুঝতে
তোমরা ঠিকই আসল মজা পাচ্ছো।

আমরা ঠিকই আসবো যে একদিন
পড়বো এসে বুকের মধ্যিখানে
আজ আমাদের বুকে অনেক জল
এসব খবর পদ্মা নদী জানে।

জলবিত্ত মাটির কারুজ

ফারহানা ইলিয়াস তুলি

ঝড়হীন বর্ষাকে কখনোই আমার কাছে আপন
মনে হয় না। হিমহীন ফালগুনের ভোর যখন
জেগে থাকে আমার দু'চোখে তখন দেশান্তরী
আমার আমি, বার বার ফিরে যাই মেঘনার উজানে, বনে।

শাখাহীন বৃক্ষের সারি, পাতাহীন মগ্ন ধুসর সবকিছু
পেরিয়ে একদিন ঋতুতেই খুঁজেছিলাম শিল্প রহস্য
যাবতীয় নির্বাসনের কারুজ আর ছায়ার শেষ আলোআভা
আমাকে দেখিয়েছিল পথ যারা যায় তারা ফিরে না কখনো।

ফেরাতেই বিশ্বাস আমার। সূর্যের লালটিপ দিয়ে রাঙাতে
রাঙাতে সন্ধ্যার আকাশ যে বরণ উৎসবের মাতে, যে ঘর
আমাদের আশ্রয় হয়ে বিছায় নীলিমা, সেই জলবিত্ত মাটির
মন্ত্রই যেদিন ডেকে নেবে কাছে কালের শ্রেষ্ঠ অনুরণন।

স্মৃতির পটভূমি

যুথিকা বড়ুয়া

এই তো সেই পটভূমিকা
যেখানে বসে মুখোমুখি, মিলায়ে আঁখি
ছিলেম দুজনায় প্রেমের মোহনায়,
হয়েছিল কত রঙিন স্বপন
দু'চোখে আঁকা।
এই তো সেই পটভূমিকা।

আকাশে বাতাসে ছিল, ফুলের সুগন্ধে ভরা
হৃদয়াকাশে উঠেছিল জ্বলে, কত সুখতারা
হায়, হঠাৎ কখন যে এলো ঝড়
পাইনি তার সাড়া।
যে ঝড়ে ঝোরে গেল, মনের কাঙ্খিত সব আশা
কেঁদে মরে নিরবে নিঃভৃতে, গোপন ভালোবাসা
তারে কেমন করে বোঝাই,
এতো শুধু ছল মরীচিকা।
এই তো সেই পটভূমিকা।

চেয়ে থাকে নিথর নির্বিকারে মনের হিয়া
বিরহে কাটায় নিশি অশ্রুসজলে, হারায়ে প্রিয়া।

পথ ভুলে এসেছি আজ, বেদনার বালুচরে
স্মৃতির সুরভী হায়, শুধু উড়ে বেড়ায় চারিধারে
কখন যে কাতর মন গেয়ে ওঠে হারানো সেই সুরে
যে সুরে নেই কোনো ছন্দ, কোনো রাগ,
তবে কেন মিছে এই আবেগ-অনুরাগ,
এ তো শুধু জেগে জেগে অবুঝ মনের স্বপ্ন দেখা।
এই তো সেই পটভূমিকা।

খেয়াকথা

ফকির ইলিয়াস

ক.
কাছে ঘেঁষার কৃতিত্বটুকু একক তোমারই থাক
যাক, নদী বয়ে প্রথম উজানে
এইসব খেয়াকথা তার চেয়ে ভালো
বলো আর কে জানে!

খ.
বীজগুলো অঙ্কুরিত হচ্ছে
অতএব বাড়ছে খামারঃ
বুননের সম্মত ভ্রমণে
প্রেম-ই তো প্রাণ শূন্যতার!

গ.
কেঁপে ওঠো রোদ, ছায়া হও বৃষ্টি
দৃষ্টির স্বদেশ
তোমাকেই খুঁজছে সন্তান
সৌরগ্রহে আলোর প্রবেশ!

ঘ.
নিয়মই নিয়তি নয়, জ্যামিতির নিরঙ্কুশ রেখা
তবুও বিলাসী মন শস্যস্মৃতি খোঁজে
খেয়ানৌকো বায়ঃ
টানে দাঁড়, যদি হয় রাধার সঙ্গে অলৌকিক দেখা!

khabor
We Know Bangladesh Better

ওয়াশিংটন বাংলা পড়ুন
ওয়াশিংটন বাংলা"য় লিখুন
ওয়াশিংটন বাংলা"য় বিজ্ঞাপন দিন